মুজিবনগরে রবি মৌসুমে শীতকালীন ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা ও গম ফসলের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসের চত্বরে এ প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে প্রণোদনা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রফিকুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলার কৃষকবৃন্দ।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রবি মৌসুমে কৃষকদের মাঝে শীতকালীন প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায়
৯০০ জন কৃষকের মাঝে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৩০০ জন কৃষকের মাঝে ৫ কেজি মসুর বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ৫ কেজি এমওপি সার, ১৬০ জন কৃষকের মাঝে তাহেরপুরি পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ১,৭০০ জন কৃষকের মাঝে ২০ কেজি গম বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হবে।

মোট ৩,০৬০ জন কৃষক এ প্রণোদনা সুবিধার আওতায় আসবেন বলে জানা গেছে।

ঝিনাইদহে রবি মৌসুমের বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহে বিনামুল্যে ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণাদী বিতরণ করা হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী এ উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সেসময় জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২৫.০৭ মেট্রিক টন উন্নত জাতের শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর ও খেসারী বীজ এবং ১২০.৫ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।